দ্বীনের স্বার্থে একত্রিত হও

মাওলানা সাইফুল ইসলাম

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বীনের স্বাথে একত্রিত হও

মাওলানা সাইফুল ইসলাম

প্রকাশনায়ঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

দ্বীনের স্বার্থে একত্রিত হও

লেখকঃ মাওলানা সাইফুল ইসলাম

সংকলকঃ জিহাদুল ইসলাম।

কম্পিউটার কম্পোজঃ মুসাফির হাবিব।

প্রথম প্রকাশঃ, ২৩ জুলাই ২০২১ ঈসায়ী, ১২ই জ্বিলহজ্জ ১৪৪২ হিজরি।

গ্রন্থসত্ত্ব ও প্রকাশনায়ঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বাধাইঃ

মুদ্রণঃ

হাদিয়াঃ ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

ওয়েবসাইটঃ https://www.gazwatulhind.com
ফেসবুকঃ https://www.facebook.com/mahmudgazwatulhind
পিডিএফ বই ডাউনলোডঃ https://dl.gazwatulhind.com
যোগাযোগঃ anonymoustigers@protonmail.com

DINER SHARTHE EKTRITO HOU BY MAOLANA SAIFUL ISLAM, EDITING JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY AKHIRUJJAMAN GOBESHONA KENDRA, BANGLADESH. COPYRIGHT: PUBLISHER. PUBLISHED: 23TH JULY, 2021 ISAYI, 12TH DHUL-HIJJAH, 1442 HIJRI.

সংকলকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাছীরন ইলা ইয়াউমিদ্দীন আম্মা বা’দ,
পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করতেছি যিনি আমাদের ও সব সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, যিনি ন্যায় বিচারক ও বিচার দিনের মালিক যার সিদ্ধান্তে কোন ভুল নেই এবং তার ওয়াদা সত্য আর তা অতি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে। লক্ষ কোটি সালাম ও দুরূদ ইমামুল মুরসালীন, খতামুন নাবী’য়ীন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি এবং তার পরিবারগণের প্রতি, সাহাবাদের প্রতি, শুহাদাগণের প্রতি ও সত্যের সৈনিকদের প্রতি।

এটাই শেষ জামানা, যেখানে সত্যকে মিথ্যায় আর মিথ্যাকে সত্যে রুপান্তর করা হচ্ছে। মানুষ ডুবে আছে পাপাচারে, অন্ধবিশ্বাসে আর এটাই সেই সময় যখন আল্লাহ আমাদেরকে আযাবের দ্বারা ধ্বংস করে দিবেন। এটা চূড়ান্ত কেয়ামত না হলেও বড় একটি জাতি কেয়ামত হবে। যার ফলে পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষই মারা যাবে যা হাদিছে উল্লেখ এসেছে এবং তা এসেছে ইমাম মাহদীর আগমনের আলামত হিসেবে। আল্লাহ তা’য়ালা কুরআনে বলেন-

এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

- সূরা বানী-ইসরাঈল (الإسرا), আয়াত: ৫৮

কিন্তু এই ধ্বংস আগের সেই বানী ইসরাঈল জাতি, সামুদ জাতি, ‘আদ জাতি আর লুত (আঃ) নাবীর জাতির মত না। আমাদের শেষ নাবী ﷺ এসেছেন আমাদের জন্য রহমত হিসেবে, তাই আমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন না এবং আকাশ থেকেও আযাব দিবেন না। এই আযাব হবে আমাদের দুই হাতের কামাই এর ফলেই। এই আযাব দিবেন আমাদের উপর শত্রু চাপিয়ে দিয়ে।

আবু মুসা রা: থেকে বর্নিত, রাসুলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লিম বলেছেন, “এই উম্মত হলো রহমত পাওয়া উম্মত। আখেরাতে তাদের উপর কোন আযাব নেই। দুনিয়ায় তাদের আযাব হল ফিতনা, ভূমিকম্প ও কতল"।

- (আবু দাউদ, হাঃ ৪২৬৫, আলবানীর মতে ছহীহ)

হাদিছের বর্ণিত সেই ফিতনার যুগ এটাই। আর কিসের অপেক্ষা আযাব আসার? উম্মত বুঝতে বুঝতে অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং বেশির ভাগই সতর্ককারীকে মিথ্যা

প্রতিপন্ন করবে। সর্বশেষ ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ১৯২৪ সালে ধ্বংস হয়ে যায়। আর হাদিছে রয়েছে ইসলামের বড় কোন ক্ষতি হওয়ার ১০০ বছরের মাথায় তথা প্রতি শতাব্দীতে আল্লাহ একজন মুজাদ্দিদ বা দ্বীন সংস্কারক মনোনীত করে পাঠান। আর সেই সময়টি এখন একদমই নিকটে (২০২১-২০২৪) যখন সেই মুজাদ্দিদ এর আগমন ঘটবে, যিনি ইসলামকে পুনরায় সংস্কার করবেন ও সেই আগের মূল ইসলামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি এসেই চূড়ান্ত সতর্কবার্তা জানাবেন। আর আল্লাহ প্রত্যেক জাতিকে আযাব দেওয়ার আগে সেখানে সতর্ককারী পাঠায়। এটাই আল্লাহর নিয়ম। আগামীতে ধেয়ে আসা এই আযাব থেকে বাঁচতে হলে শিরক, পাপাচার, অন্ধবিশ্বাস, পীরপূজা ত্যাগ করে পরিপূর্ণ দ্বীন মানতে হবে এবং দ্রুতই সেই সতর্ককারী মুজাদ্দিদকে খুঁজে বের করতে হবে। যিনি এই উম্মাহর রাহবার হয়ে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন ও এই জাতি কেয়ামত থেকে বাঁচার দিক-নির্দেশনা দিবেন যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এই আযাব থেকে মুক্তি দেন। এই মুক্তি যেন হয় দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করার মাধ্যমে কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যে তার দ্বীনের সাহায্য করবে আল্লাহ তার সাহায্য করবেন!" সুবহানআল্লাহ!

"দ্বীনের স্বার্থে একত্রিত হও" – শিরোনামে মাওলানা সাইফুল ইসলাম এর লিখিত অসাধারণ বইটি সকলেরই পড়া আবশ্যক। পাঠক মহলের বেশির ভাগ মুসলিম ভাই ও বোনেরাই এদেশে, এ পৃথিবীতে ইসলামী আইন, ইসলামী শাসন বাস্তবায়িত দেখতে চায় এবং তা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অনেক মুসলিম ভাই-বোনেরাই জালিমের এই অস্থায়ী ক্ষমতাকে মিটিয়ে দিয়ে আসল ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন দলে তারা ঢুকছে। কিন্তু দেখা যায় যে প্রত্যেক দলই ইসলামী শাসন কায়েমের চেষ্টা না করে নিজেদের দল ভারী করে ইহকালীন সুবিধা লাভ করতে চাচ্ছে। ফলে একদল আরেক দলের মধ্যে এমন দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে যা জালিমকে সর্বোচ্চ শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছে। শুধু মাত্র যদি একতা থাকতো তাহলেই অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হতো। আর পরকালীন শান্তি ও পুরস্কারের সাথে ইহকালীন মর্যাদা আর ধনভাণ্ডারের অধিকারী হতো যা তারা কামনা করে যাচ্ছে। সেই একতা গড়ার লক্ষ্যেই এই বইটি সবার কাছে একটি বিশেষ বার্তা হিসেবে লেখক পাঠিয়েছেন।

- জিহাদুল ইসলাম

http://t.me/anmdak

সূচিপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, মহান আরশের মালিক, হায়াত মওতের মালিক, জান্নাত-জাহান্নামের মালিক, যার কোন অংশীদার নেই। দুরূদ ও তাসলিমাত বর্ষিত হোক আমাদের মহান নেতা সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি।
কুরআনের একটি আয়াত দিয়েই শুরু করছি। আল্লাহ আমাকে লিখার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

যদি তোমরা বের না হও, তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং স্থলাভিষিক্ত করবেন অন্য এক জাতিকে তোমাদের ছাড়া এবং তখন তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ তো অবশ্যই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সূরা তওবা, আয়াতঃ ৩৯)

মুসলিমরা আজ নির্যাতিত। কেন নির্যাতিত? কাদের দ্বারা নির্যাতিত? এই কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হবে এবং পরিশেষে একটি আহবান থাকবে ইনশাআল্লাহ।
আমরা যে নির্যাতিত হচ্ছি। একি আমাদের দু-হাতের কামাই? আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসা এক প্রকার গজব? উপরে বর্ণিত আয়াতের বর্ণনায় কি আমাদের উপর পতিত হয়েছে। আমরা কি দ্বীন থেকে সরে গেছি? দ্বীন থেকে সরে গেলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য, আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুক এবং হেফাজত করুক। আমরা দ্বীন থেকে সরে যাইনি কিন্তু দ্বীনের মধ্যে বিভেধ সৃষ্টি করেছি। ইসলামকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে নিজের সুবিধা অনুযায়ী ধর্ম পালন করছি।

এখন আমরা জানবো কাদের দ্বারা আমরা নির্যাতিত হচ্ছি। তারা কারা, কেন তারা আলেমদের উপর নির্যাতন করছে। এটুকু পাঠক মহলকে জানানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

যাদের দ্বারা আলেম সমাজ নির্যাতিত

আমরা যদি লক্ষ্য করি আমাদের দেশে দুই ধরনের মুসলিম দেখতে পাই।

১। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম ও

২। ইসলামী শিক্ষায় অশিক্ষিত মুসলিম।

নির্যাতনকারীঃ

ইসলামী শিক্ষায় অশিক্ষিত মুসলিম। এরা কুরআন হাদিসের জ্ঞান রাখে না। তাই শরীয়ত বিষয়ক কোন সমাধান তারা দিতে পারে না। এরা ইসলাম বিদ্বেষী, এদের অধিকাংশ শাসক গোষ্ঠী, মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান, মেম্বার, বড় নেতা, ছোট নেতা, মাস্তান, গুন্ডা, চোর, ডাকাত, লম্পট, নামায নেই, রোজা নেই, যাকাত নেই, সত্য কথাতো বলেই না। মাঝে মধ্যে উমরা পালন করে। বড় বড় কুরবানী দেয়। তারা রাজনীতিবিদ, তারা পুজিবাদি রাষ্ট্র গঠন করে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ অবৈধ ভাবে গড়ে। হালাল হারামের বালাই নেই। শাসনের নামে শোষন করে। তারা ইসলামের খাড়া দুশমন। যারা দেশে ন্যায়ের শাসন চায়, কুরআনের আইন চায় তাদেরকে এরা বলে রাষ্ট্রদ্রোহী সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ। কারণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে পুজিবাদিরা নিজেদেরকে শেষ পর্যন্ত অপরাধ জগতে টিকিয়ে রাখতে চায় বলেই। ইসলাম সম্পর্কে আলেম ওলামাদের বিরুদ্ধে মনগড়া ফতুয়া দিয়ে ইসলাম এবং মুসলিমদেরকে বির্তকিত এবং হেও করে চলেছে। এবং শয়তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে চলেছে। কি দুঃসাহস ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে, আলেম সমাজের বিরুদ্ধে কথা বলে। যার বস্তাব প্রমান দেখুন দৈনিক যুগান্তর, ২১ এপ্রিল, ২০২১ইং "আলেমরা গণগ্রেফতার হচ্ছে দুষ্কৃত করিয়াছে" শিরোনামে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন- সরকার কোন আলেম বা ধর্মীয় নেতাকে গ্রেফতার করছে না গ্রেফতার করছে দুষ্কৃতকারীদের। বিএনপি মহাসচিবের 'সরকার ধর্মীয় নেতাদের গ্রেফতার করছে' এমন বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে উত্তরে মন্ত্রী একথা বলেন। মামুনুল হক নাকি রসূল ﷺ ব্যঙ্গ করেছে এ কথাও তিনি বলেন। কেউ ভালোভাবে দেখতে চাইলে পত্রিকা দেখে নিতে পারেন। এই সুযোগে একদল সুবিধা বাদী আলেম এদের সাথে যোগদান করে পুঁজিপতি হতে চায়। ঘরের দুশমন জায়গা মত ছোবল মারতে চায়। কথায় বলে ঘরের বউ যদি চুরি করে সে চোর ধরা যায় না। পৃথিবীতে কাফের

মুশরিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র বা সম্মুখ যুদ্ধে কখনো পারেনি আর পারবেনা এটা তারা ভালো ভাবে জানে। এজন্য তারা এমন একটি যুদ্ধে নেমেছে যাতে মুসলমানদেরকে সহজেই যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে এবং পেরেছেও আর সেই যুদ্ধটা হল, আলেমদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব তৈরি করা সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ভাগ বিভাগ তৈরি করা। কুরআন হাদিসের কিছু কিছু বিষয় কে বিতর্কিত করে বিশাল দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিয়েছে। আর এই দ্বন্দ্ব বা বিভক্তি এমন আকার ধারন করেছে যে আলেম সমাজ নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাদের অর্থাৎ শত্রুদের আর প্রয়োজন হচ্ছে না। একটি গল্প শুনেছিলাম, এক ব্যক্তি যে কোন বস্তু নকল করে বাজারে বিক্রি করত। একদিন তার মাথায় এল সব কিছুই তো জাল করলাম এবার দেখি ডিম কিভাবে জাল করা যায়। কিন্তু বেচারা শত চেষ্টা করেও ডিম দুই নাম্বার করতে পারল না। কিন্তু সে হাল ছাড়ল না। শয়তানের শরণাপন্ন হল, নির্জন এক জায়গায় তার শয়তানী খোদাকে স্বরণ করতে লাগল। হঠাৎ শয়তান সামনে উপস্থিত হয়ে বলল কি জন্য স্বরণ করেছিস আমাকে বল। এই লোক বলল, আমি একটি কাজে ব্যর্থ হয়েছি। এজন্য তোমার শরণাপন্ন হয়েছি, তুমি আমাকে সাহায্য কর। শয়তান বলল, বল কি সাহায্য লাগবে। লোকটি বলল, ওস্তাদ আমি সব কিছু দুই নাম্বার করতে পারি কিন্তু ডিম দুই নাম্বার করতে পারছি না। একথা শুনে শয়তান মাথায় হাত দিয়ে বলে, সর্বনাশ তুই এত কিছু ভাবিস আর করিস আমিতো জীবনে কোন দিন এ বিষয় নিয়ে ভাবিনি। শয়তান বলল শুন তুমি আমার চেয়ে বড় শয়তান হয়ে গেছিস। অতএব আজ থেকে এই এলাকার দায়িত্ব তোকে দিলাম, আমি জীবনে কোন দিন এই এলাকায় আসব না। তুই মানুষ হয়ে মানুষকে ধোকা দিবি।

আমার লিখার উদ্দেশ্য হল, আলেমদের মধ্যে কাফেররা এমন দ্বন্দ্ব ফাসাদ বির্তক তৈরি করে দিয়েছে, দলে দলে মুসলিমদের কে ভাগ করে দিয়েছে এখন একদল আলেম আরেক দল আলেমকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। কাফেররা বলছে, আলেম সমাজে বা মুসলিম সমাজে আমাদের আর প্রয়োজন নেই, এমন বীজ তাদের মধ্যে বপন করেছি যে তারা নিজেরাই শেষ হয়ে যোবে। আমাদের কাজ ওরাই করবে। এই দায়িত্ব তাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। ইতিহাস যদি দেখেন মুসলিম নবাবকে কিভাবে মুসলিম সেনাপতি দ্বারা রাজ্য হারা করেছে। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নাবী দাড় করিয়ে মুসলিম গোষ্ঠীর অনেককেই কাফির বানিয়ে ফেলেছে। এবং বাস্তবতা দেখুন

দৈনিক যুগান্তর ১৫/৪/২১ রবিবার ৫৫১ জন আলেম যেভাবে বিবৃতি দিয়েছে। আমার মনে হয় এই ৫৫১ জন আলেম কোন গোষ্ঠীকে খুশি করতে চাইছে।

শিরোনামঃ হেফাজত নিষিদ্ধের দাবিতে আহলে সুন্নাতের, হেফাজত ইসলামকে উগ্রজঙ্গি সংগঠন আখ্যা দিয়ে এর কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশের আলেমরা। সাথে তারা আরো বলেন, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের উচ্চভিলাষ, মানবিক বিয়ে বা চুক্তি ভিত্তিক বিয়ের নামে জঘন্য অপরাধ ঢাকতে হেফাজত ইসলাম প্রচলিত ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করছে। তাদের কাছে দেশের পুরো আলেম সমাজ লজ্জিত। ভালভাবে পত্রিকায় দেখে নিবেন। সম্মানীত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভাইয়েরা আপনারা ভুলে যাবেন না। যাদের খুশি করার জন্য আজ নিজের ভাইদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছেন সে দিন বেশি দূরে নয়। যেদিন সেই গোষ্ঠীই আপনাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে। তারা বাঁশ নিয়ে তৈরি হয়েই আছে। আপনি তৈরি থাকুন তাহলেই হবে। আপনাকে দিয়ে ওকে আর ওকে দিয়ে আপনাকে এভাবে কৌশলে সমস্ত ইসলামী দলগুলিকে ধ্বংস করে দিবে। তারা সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য তৈরি করে জুলুমের শাসন চালাবে।
একটি উদাহরণ দিলে বুঝবেন, দেশের সকল মানুষ এ ঘটনা জানে। কুশর (আখ) খাবার ঘটনা তবুও বুঝার জন্য উল্লেখ করছি। তিন জন লোক অন্যের ক্ষেত থেকে কুশর ভেঙ্গে খাচ্ছে আর খাচ্ছে। কুশর মালিক তাদের দেখে চিন্তা করছে। আমি একা ওরা তিনজন, আমার একার দ্বারা তাদের সাথে পারা যাবে না এক্ষেত্রে আমাকে কৌশল করতে হবে। সে কৌশল মনে মনে তৈরি করে ফেলেছে। এবার প্রয়োগ, তিনজনের মধ্যে একজন মুচি, একজন সাধারণ মুসলমান, একজন ইমাম। এবার মালিক মুচিকে বলল ওরা দুইজন আমার জাত ভাই তারা খেল খেল কিন্তু তুই যে জাত তুই কেন খালি, বলেই প্রচন্ড আঘাত করল তাকে। মুচিকে ধরাশায়ী করে দিল, এবার সাধারণ মুসলমানকে বলল যে সে আমাদের ইমাম সে খেল খেল তুই কেন খেলি তার অবস্থা মুচির মত করে দিয়ে এবার হুজুরের পালা। আচ্ছা হুজুর পরের জমির কুশর খান তাও আবার চুরি করে এ বিধান পেলেন কোথায় বলেই হুজুরকে উত্তম মধ্যম দিয়ে তিনজনকে একাই কৌশলে পরাজিত করল।

শিক্ষনীয় বিষয়ঃ কিভাবে তারা একের পর এক ইসলামী দলগুলোকে শেষ করবে তার পূর্নকৌশল এবং প্রয়োগ তারা করে ফেলেছে। কোন দলকে অর্থের লোভ কাউকে

ক্ষমতার লোভ দিয়ে মুখে লাগাম পড়িয়ে রেখে দিয়েছে। যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তাদেরকে মারে আর এরা তখন চুপ থাকে কারণ কেউ তাদের জাত ভাই, কেউ হুজুর, এভাবে সবাইকে শেষ করবে। আজ যদি ইসলামী দলগুলি এক হয়ে থাকত তাহলে কাফের মুশরিকরা সাহস পেত না আলেমদের দিকে দৃষ্টি দেয়ার। কিন্তু আফসোস আলেমদের মধ্যে নেই ঐক্য। আহলে সুন্নাতের ভাইয়েরা আপনারা আলিম ওনারাও আলিম। হ্যাঁ তারা যদি কোন ভুল করে ভুল পথে চলে। কুরআন সুন্নাহ বর্হিভূত কোন কাজ করে তাহলে সংশোধনের দ্বায়িত্ব আপনাদের। আপনারা শাসন করবেন সংশোধন করবেন, কেন তাগুতের দ্বারা শাসন করাতে যাচ্ছেন। মনে করেন আপনার ৫ জন ছেলে আছে তার মধ্যে একজন বিপথে বা নেশার জগতে চলে গেছে। তাহলে আপনি কি করবেন। নিশ্চয় আপনি তাকে শাসন করার চেষ্টা করবেন যদি একা নাই পারেন তাহলে আপনার অন্য ছেলেদের এবং আত্মীয়স্বজনের সাহায্যে তাকে শাসন করবেন। কিন্তু এটা নিশ্চয় করবেন না যে, মাইকিং করে গ্রাম বাসিকে ডেকে বলবেন আমার একটি ছেলে চরিত্রহীন হয়ে গেছে নেশার জগতে জড়িয়ে পড়েছে। আপনারা সকলে তাকে মেরে তার হাড় হাড্ডি ভেঙ্গে তাকে এলাকা থেকে বের করে দেন। নিশ্চয় একাজ করবেন না। কারণ সে আপনার ছেলে আপনার সামনে তাকে কেউ মারবে আপনি দাড়িয়ে দেখবেন এটা আসলে কোন পিতাই দেখতে পারবে না। আর এটা যদি কোন পিতার দ্বারা সম্ভব না হয় তাহলে এক মুমিন আরেক মুমিনের বিরুদ্ধে তাগুতকে কিভাবে সাহায্য করতে পারে। কি করে আপনাকে এমন কথা বলতে পারলেন? তাদের নিকট কিছু সুবিধা পেয়েছেন তাইতো। দুনিয়ার কিছু ভোগ বিলাস এবং নিরাপত্তার জন্য। আসলে কোন লাভ হবে না মূলত আল্লাহকেই ভয় করুন।

কোনভাবেই সরকারের পক্ষ নিয়ে আলেমদেরকে জঙ্গিবাদ অপবাদ দিয়ে নিষিদ্ধের দাবি করতে পারেন না, বললে আপনাদের ঈমান থাকবে না। সকলকে দেখতে হবে জঙ্গিবাদ শব্দটা কারা এবং কেন, কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। আমি যতটুকু জানি বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলিম সারা বিশ্বব্যাপী ইসলাম, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এবং কাফির মুশরিকদের অত্যাচার-নির্যাতন, অনাচার-অবিচার থেকে মুসলিম জাতিকে এবং ধর্মকে রক্ষার সংগ্রাম করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে জঙ্গি শব্দটি ব্যবহার করে মানুষকে বুঝাতে চেয়েছে এরা জঙ্গি আর জঙ্গি মানে সন্ত্রাস। আমেরিকা এই নাম দিয়েছে। এই নাম ব্যবহার করে মুসলিম জাতিকে এবং ইসলামকে ধ্বংস করতে

চাইছে। ঐ নাপাক জাতির চাপিয়ে দেয়া অপবাদ। আলিমরা নিয়ে নাচা নাচি করছেন। মুসলিম জাতির লজ্জা করা উচিত জঙ্গিরা কি চায় কেন চায় কখনও কি ভেবে দেখেছেন। দেখেছেন কি তাদের সাথে কথা বলে মিলে মিশে কেমন তাদের আচরণ। কখনও দেখেন নাই। আন্দাজ বা অনুমান করা হচ্ছে তা কত ভয়ানক ভেবে দেখেছেন তাই না।

এই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তর গবেষণা করুন। আল্লাহ আপনাদের ইলম দিয়েছেন, সেই ইলম সৎ এবং ভাল কাজে ব্যবহার করুন, নইলে আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে। পৃথিবীতে আল্লাহদ্রোহী খ্রিষ্টান, ইহুদীদের ভয় না করে মহান আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ সকলের অন্তরের খবর জানেন। জাতি আলেমদের নিকট অনেক কিছু চায়। মানুষকে ধোকা দিতে পারলেও আল্লাহকে ধোকা দিতে পারবে না। জাহান্নামে সর্বপ্রথম আলেমদেরকে দেয়া হবে। নিজে নিজে কে কি করতেছেন সকলেই ভাল ভাবে জানে। মানুষের লেবাস এক রকম অন্তর আরেক রকম। গোপনে কিছু করেন কিনা আপনি জানেন। মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টি ভাল মনে করলেও ইসলামের জন্য কতটা ক্ষতিকর ভূমিকা রাখছেন, আপনিই ভাল জানেন। দুনিয়ার মোহ আর শয়তানের প্ররোচনায় করি না কেন, নিজে অবশ্যই তা জানি যেমন চোর চুরি করলেও সে জানে চুরি করা অন্যায়। এমনি ভাবে আলেম সম্প্রদায়েরা আপনারা ভাল জানেন আপনারা কি করছেন। অতএব কিছু করার পূর্বে ভাল ভাবে ভেবে দেখুন। দুনিয়ার যত ইসলামী দল রয়েছে। তাদের বিষয়ে গবেষণা করুন, আর কাফিররা কেন তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করছে এই বিষয়ে গবেষণা করে দেখুন, যারা পৃথিবীতে নৈরাজ্য বিশৃঙ্খলা করছে নিরীহ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করছে। তাদের বিষয়ে ভেবে দেখুন অনুরোধ করছি। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখুন তো কি ভাবে মুসলিম বোন আফিয়া সিদ্দিকাকে ধর্ষণ নির্যাতন করেছে। বোন ফাতিমাকে আবু গারিব কারাগারে পালাক্রমে ধর্ষণ করে করে মুসলিম জাতির উপর কলঙ্ক লেপনের ব্যার্থ চেষ্টা করেছে। তার রক্তে লিখা চিঠি আমরা দেখেছি। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বোন জয়নাব আল গাজালী, এই বোনের উপর কি অকথ্য নির্যাতন কারাগারে করেছে বিশ্বের কারো অজানা নয়। বিধর্মী কতৃক মুসলিম নির্যাতনের এমন অনেক উদাহরণ পাবেন। কিন্তু বিশ্বে এমন একটি ইতিহাস প্রমাণ করুন তো মুসলিমরা বিধর্মীদের উপর নির্যাতন করেছে। না পারবেন না, এমন নজির নেই আমরা যতটুকু জানি বিজাতিদের সাথে মুসলিমরা প্রত্যেকটা বিষয়ে ভাল আচরণ করেছে। ইসলাম তাই বলে।

লক্ষ্য করুন বিজাতিরা কি ভাবে ইসলামের সোর্ন্দয্য লুটে নিয়ে যাচ্ছে। চোর বা ডাকাত দল চুরি করতে গিয়ে দেখল গেটে একটি কুকুর পাহারায় রয়েছে। তখন চোর দল কিছু খাবার কুকুরকে দিয়ে তার মুখ বন্দ করে দিল। যেন ঘেউ ঘেউ না করতে পারে। কুকুর খাবার পেয়ে খেতে ব্যস্ত থাকে এ সুযোগে চোর দল সব মাল চুরি করে নিরাপদে চলে যায়। এদিকে সকালে বাড়ির মালিক হা-হুতাশ করে হায় হায় করে কিন্তু লাভতো নেই, যা হওয়ার আগেই হয়ে গেছে।
সম্মানীত আলিম এবং ইসলামী সংগঠনের ভাইয়েরা। আপনারা প্রত্যেকেই একেক জন ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী। ইসলামকে পাহারা দেয়া আপনাদের উপর ফরজ দায়িত্ব। কারণ আপনারা নবীদের ওয়ারিশ, ধর্মকে সঠিক ভাবে রক্ষা করা যেমন ভাবে একটি মুরগি তার বাচ্চাদেরকে বিপদের সময় শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করতে নিজ ডানার ভিতর আগলে রাখে। জীবন দিয়ে রক্ষার করার চেষ্টা করে।

ভাইয়েরা ইসলাম অনেক দামি সম্পদ, ইসলাম যদি একবার চুরি হয়ে যায় তাহলে মুসলিম জাতি শতশত বছর পিছিয়ে যাবে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় লক্ষ করা যায় বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের নাস্তিক মুরতাদ এবং কাফিররা এভাবেই যে ভাবে চোর দল কুকুরকে খাবার দিয়ে চুরি করেছে, সেভাবেই ইসলামকে চুরি করেছে। একেকটি ইসলামী দলের নেতারা যখন ইসলাম পাহারার কাজে রত ছিল একমাত্র আল্লাহর ভয়ে ততদিন ইসলাম ও মুসলিম জাতি ঠিক শক্তিশালী ছিল। কাফেররা যখন ইসলামকে ধ্বংস করতে এসে দেখল পাহারা রয়েছে চুরি করা যাবে না।
সম্মীলিত ভাবে দ্বীন পাহারা দিচ্ছে এবং পাহারা দল পরস্পরকে ডেকে বলছে আসুন আমরা একত্রিত হয়ে কাফেরদের মোকাবিলা করি যেন তারা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে। এই ডাকা ডাকি দেখে তারা তাদের কৌশল প্রয়োগ করে সুফল অর্জন করল। প্রত্যেক ইসলামী দলের নেতাদের মুখের সামনে যেমনি খাবার দিল অমনি ডাকা ডাকি বন্ধ হয়ে গেল। এ সুযোগে তারা ইসলামের বারটা বাজিয়ে ছেড়ে দিল, এখন তোমরা মুসলিমরা বুঝ আমরা আমাদের মিশন বাস্তবায়ন করে দিয়েছি। আলেমরাই এখন আলেমদের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে।
কোন দলের আকিদা ভ্রষ্ট কোন দল কাফির কোন দল বেদাতি ইত্যাদি। ভাইয়েরা আমার, আপনারা তাগুতের সাথে কন্ঠ মিলাবেন না কারণ এই পূজিবাদি রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো গণতন্ত্রের ধ্বজা দ্বারা তাদের কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা না বললেও ইসলাম

ধ্বংসের ষোল কলা পূর্ণ করেছে। প্রকাশ্যে কিছু না বলা তাদের একটি শয়তানী কৌশল, যেন সাধারণ জনগণ মনে করে নেতারা যা করে সব মুসলিমদের জন্যই, এই পূজিবাদি তাগুত সরকার আলেম-ওলামা এমন কি সাধারণ ধর্ম প্রাণ মুসলিমদের উপর যে নির্যাতন চালাচ্ছে এতেই প্রমানিত হয় তারা ইসলাম ধ্বংসকারী এবং নির্যাতনকারী।

নির্যাতনের অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যা বাস্তব এবং সত্য এর মধ্যে মিথ্যার লেশ মাত্র পাবেন না। (চ্যালেঞ্জ)

বাংলাদেশের প্রশাসন যাদেরকে মানুষ মুসলিম মনে করে তারাই কিভাবে পরহেজগার মানুষদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তাদের কর্মকান্ড লক্ষ করুন, তাগুতের বাহিনী র‍্যাব এবং পুলিশ। ফেসবুক ফাঁদ খুলে বসে আছে। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। ধর্মের কথা ফেসবুকের মাধ্যমে তারা প্রচার করতেছে আর এই দেখে ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা শেয়ার কমেন্ট করছে। করবেই তো কারণ মানুষ ধর্ম ভালোবাসে। ব্যাস, এই লাইক-কমেন্টকে পূজি করে তাদের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্ভূদ্ধ করে আর তারা অনুপ্রাণিতও হয়। তারা তো কিছু জানে না, সাধারণ যুবক এরা ধর্মকে ভালবাসে বলে ধর্ম প্রচারে কাজ করবে এই মানসিকতা নিয়েই তারা এগিয়ে আসে কিন্তু তারাতো জানেনা ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে র‍্যাব পুলিশরা। তাদেরকে আহবান করে ভাই আপনারা যে কয়জন আছেন আপনারা অমুক জায়গায় আসেন আপনাদেরকে চাকরি দেয়া হবে। চাকরি করবেন এবং দ্বীনের কাজ করবেন, বিয়ে শাদিও দিয়ে দেয়া হবে। আপনারা অমুক দিন আসুন বড় ভায়েরা থাকবে তাদের সাথে সাক্ষাত করবেন। ভয়ংকর ষড়যন্ত্র! নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে যখন তারা এসে পৌঁছে বড় আশা নিয়ে ধর্মের প্রেমে পড়ে তখন তাদের অভিবাদন জানানো হয় হাতে হ্যান্ডকাফ দিয়ে। তারা আশ্চর্য বোধ করে কি কেন তারা কারা কেন এমন আচরণ আমাদের সাথে করা হচ্ছে আমরা তো কোন অপরাধী নয়। কেন আমাদের হ্যানকাপ পড়ানো হচ্ছে? তাগুতের বাহিনীরা পশুর চেয়েও খারাপ, মানবরূপী দানব হায়েনার আকৃতিতে সালাম মোসাফাহার বদলে হ্যানকাপ দিয়ে রিসিভ করে। বড় জঘন্য! এরা এই সহজ সরল ধর্মপ্রাণ যুবকরা কিছু বুঝে উঠার আগেই তাদেরকে কালো কাচের গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়, ছোট একটি অন্ধকার ঘরে সেখানে তাদেকে মাসের পর মাস গুম করে রাখে। তারা জানে না কেন তাদের সাথে এমন আচরণ করা হল। তারা শুধু জানতে

বা বুঝতে পারে যে তারা র‍্যাব অথবা পুলিশের হাতে বন্দী। বাড়ির লোকজন জানেনা তাদের ছেলে কোথায় আছে। খুঁজে পায় না কোথাও। এভাবে কিছু দিন রাখার পর এক রাত্রে তাদের নিয়ে কোন এক জায়গায় একটি গ্রেফতারের নাটক সাজায় এলাকার লোকজনকে ডেকে বলে এরা এখানে মিটিং করছিল আমরা তাদেরকে ধরলাম, কয়েকজন পালিয়ে গেল। এদেরকে অফিসে এনে সকাল বেলা মিডিয়া ডেকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী অস্ত্র-বিস্ফোরক দিয়ে ছবি তুলে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয়, তাদের নিকট এই এই মালামাল পাওয়া গেছে, জিহাদী বই তাও। এরপর সুন্দর করে জঙ্গি মামলা দিয়ে থানায় চালান করে দেয়। এই মিথ্যা নাটক করার জন্য র‍্যাবেরা কিছু টাকা পেল কিন্তু অন্যায় ভাবে যুবকগুলোর জীবন নষ্ট করে দিল। এরা এতটাই নর পিশাচ হয় চোখে কিছুই দেখেনা এমন এক সময় আসবে যখন তারা জঙ্গি বানানোর জন্য কোন মানুষ পাবে না। তখন তারা তাদের বাপ দাদাদের কেই জঙ্গি বানাবে। নির্লজ্জ, ছি ছি! এরা মানুষ না। এদের হাতে দেশ কিভাবে নিরাপদ থাকতে পারে? আল্লাহর গজব দ্রুতই নেমে আসবে তাদের উপর, ইনশাআল্লাহ।

লোমহর্ষক আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করব। যা অতীব সত্য যাকে পুঁজি করে সত্য বিমুখ গোষ্ঠীরা ফায়দা লুটে নিচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে সৎ নামাজী পরহেজগার মুত্তাকী লোকদেরকে র‍্যাবেরা সিভিল পোষাকে ধরে এনে গুম করে রাখে মাসের পর মাস এবং অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে, নির্যাতন করে। অমানবিক নির্যাতনের ধরন যেমন, বুকে রশি বেধে ঝুলিয়ে রাখে, বিদ্যুৎ শক দেয়, নাকে মুখে গরম পানি মরিচের গুড়া দেয়, পায়খানার দ্বারে গরম ডিম প্রবেশ করায় অণ্ডকোষে টান মেরে বিচি বের করে দেয়, নখের ভিতর ছুচ ঢোকায়, উলঙ্গ করে রাখে সারাক্ষণ চোখ বেধে এবং দুই হাতে হ্যান্ডকাফ দিয়ে চেয়ার বা খাটের সাথে আটকিয়ে রাখে, অনেক সময় নামাজ পড়তে দেয় না। গোসল এবং খাবার এর সময় একটু খোলে। পায়ের তালুতে তালুতে পিটায়। এভাবে অমানুষিক নির্যাতন চলে এবং তাদের নিকট থেকে স্বীকারোক্তির জন্য বলতে থাকে কিন্তু তারা তো কিছু জানেনা কি স্বীকার করবে। প্রশাসনের লোকেরা বলে যে, তুমি বল যে আমি জেএমবির নেতা ছিলাম, তারা এভাবে বলে দেয় এবং বলে আমরা যা যা বলব তুমি শুধু হা বলবে এই ভাবে স্বীকারোক্তি নিয়ে নেয়। নিজের ইচ্ছা মত ফাইল তৈরি করে। এবার প্রকাশ করার পালা। প্রশাসন তাদের পছন্দ মত একটি বাসা ভাড়া করে। সেই বাসায় তৈরি করবে নাটক। নির্দিষ্ট তারিখে রাতের আধারে গুম করে রাখা কয়েকজন মুসলিমকে যেই

বাসায় নিয়ে ঘরের মধ্যে ভরে রেখে বাহিরে থেকে তালা মেরে রাখে তাদের চোখ বাধা থাকে। নিরস্ত্র মুসলিমগুলোকে এভাবে ভিতরে রেখে তারা বিল্ডিংয়ের চারিদিকে অবস্থান গ্রহন করে। এরপর এরা উদ্ধতন কর্মকর্তাদের নিকট ফোন করে বলে আমরা র্যাব অমুক বলছি স্যার আমরা উমুক জায়গায় একটি বাসা রাত দুটা থেকে ঘিরে রেখেছি। আমাদের নিকট গোয়েন্দা তথ্য এবং গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পেরেছি যে এই বাসায় ৫-৬ জন জঙ্গি রয়েছে। তাদের নিকট ভারী অস্ত্র, অনেক গোলাবারুদ এবং শক্তিশালী গ্রেনেড বোমা সহ অবস্থান করছে। আমরা অভিযানের সাহস পাচ্ছি না। মুহূর্তের মধ্যে পাগলের মত প্রশাসনের গাড়ি সাজুয়া জান হেলিকপ্টার ইত্যাদি নিয়ে এসে ১ কিলোমিটার এলাকাকে নিষিদ্ধ এলাকা এবং নিরাপদ জোন ঘোষনা করে ১৪৪ ধারা জারী করে দেয়। আশেপাশের লোকজনকে নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে বলা হয়। যেখানে কোন লোক প্রবেশ করতে পারে না, মিডিয়ার হেড লাইন হয় অমুক জায়গায় জঙ্গি আস্তানা ঘিরে রেখেছে র্যাব। ক্ষনে ক্ষনে সংবাদ প্রচারিত হতেই আছে। এবার অভিযান শুরু, বেলা ১০টার সময় শুরু মূল অভিযান,হ্যাঁ অভিযান শুরুর সাথে সাথে প্রচন্ড গোলাগুলি উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় হচ্ছে,প্রশাসন সুবিধা করতে পারছে না। কি অভিনয় আগেই বর্ণনা করেছি আটককৃত বন্দীরা ঘরের মধ্যে চোখ হাত পা বাধা অবস্থায় পড়ে আছে, বিল্ডিংয়ে একদল র্যাব অবস্থান করছে। তারা জঙ্গিদের ভূমিকায় অভিনয় করছে। তারা ভিতর থেকে ভূয়া গুলি ফায়ার করে, বাইরে থেকে এরা তার জবাব দেয়। এভাবে থেমে থেমে গ্রেনেড, বোমা, গুলি ইত্যাদি দিয়ে প্রশাসন প্রশাসনে যুদ্ধ চলে। তখন তারা বড় নাটক করে। তারা ঢাকায় সংবাদ পাঠায় আমরা জঙ্গিদের দমন করতে পারছিনা দ্রুত সেনাবাহিনী পাঠানো হোক, হেলিকপ্টার নিয়ে সেনাবাহিনী হাজির হয়ে গেল দেশে আতঙ্ক বিরাজ করছে, মুহূর্তে মুহূর্তে খবর আপডেট হচ্ছে। সেনাবাহিনী এসে মাইক দিয়ে ঘোষনা করে আপনারা আত্মসমর্পণ করুন। বিল্ডিং এ অবস্থানকারী র্যাবেরা বলে আমরা তাগুত বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করব না, মুসলিমরা এক আল্লাহ ছাড়া কারও নিকট মাথা নত করে না। সাথে সাথে কথোপকথন গুলি মিডিয়ায় চলে যাচ্ছে। বাংলার মানুষ মনে করে জঙ্গিরা কি ভয়ানক এরা জাতির জন্য হুমকি। জাতিকে ভুল বুঝানো হচ্ছে। এক পর্যায়ে নিরীহ মানুষ গুলির মাথায় অথবা কানে গুলি করে হত্যা করে, অথবা নিজেদের বোমা তাদের গায়ের সাথে বেধে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাদের দেহগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। কি নৃশংস

হত্যা! সে লাশ গুলি মানুষকেও দেখায় না, কোথাও নিয়ে দাফন করে তারা এভাবে অভিযান শেষ করার ঘোষণা দেয়।
তারা এও ঘোষনা করে অভিযানকারী টিমের কয়েকজন সদস্য আহত হয়ে মেডিকেলে

ভর্তি হয়েছে। মিথ্যা আর মিথ্যা! জুলুমের শিকার লোকেরা জানে না কেন তাদের ভাগ্যে এই ঘটনা ঘটল। কি তাদের অপরাধ তাও তারা জানে না। এসব মিথ্যা ঘটনার অবতারণা করে জঙ্গি দমনের নামে বিদেশি প্রভূদের খুশি করা। বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ ডলার লাভ করা, জঙ্গি দমনে বিশেষ রোল মডেল খেতাব অর্জন করা, শুধু এটুকুর জন্য সরকার তার আনুগত বাহিনী দিয়ে শতশত মানুষকে বিচার বহির্ভূত ভাবে হত্যা করেছে। জঙ্গি করে রেখেছে হাজার হাজার নিরপরাধ ধর্মপ্রাণ সহজ সরল মানুষদেরকে, যার কারণে তাদের পরিবারগুলো নিস্ব হয়ে গেছে। এরা সকলেই দরিদ্র মানুষ এদেরকেই নিয়ে সরকার খেলছে। কিন্তু এভাবে মিথ্যা অভিনয়ে কতদিন চলবে? অসহায় মানুষের রক্ত বৃথা যাবে না। এতিম ছেলে মেয়েদের চোখের পানি, বিধবা নারীর আচল পাতা অভিশাপে অত্যাচারকারীদের জীবনে ধ্বংস নেমে আসবে। তারপরে রাজনৈতিক ইসলামী দলের নেতাদের উপর যে হারে মামলা দিয়ে তাদেরকেও হয়রানি করছে। এলাকার কিছু চরিত্রহীন লোক রয়েছে যারা প্রতি হিংসা পরায়ন হয়ে যাকে তাকে জঙ্গি বলে ধরিয়ে দিচ্ছে। আমি এমন অনেক প্রমান দিতে পারব যেমন বি.এন.পির কিছু লোকের নামে জঙ্গি মামলা দিয়েছে, সরকারী দলের লোকের কাজ এটা। জামাত শিবিরের এদেরকেও জঙ্গি মামলা দিয়েছে। মাদকাসক্ত কিছু লোককেও দেখেছি জঙ্গি মামলা নিয়ে জেল খাটতে। কতটা নীচ এবং হীন! আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভায়েরা এর পরও কি আপনারা তাদের পক্ষে কথা বলবেন এবং আলেমদের বিপক্ষে কথা বলবেন কি করে হয়। সরকার বলছে এরা আলেম নয়। আপনারা বলছেন এদের নিষিদ্ধ করে জঙ্গি বানাতে হবে। কেন ভায়েরা এসব হচ্ছে বলুন তো। এরা যদি আলেম না হয় তাহলে আমরা সাধারণ মানুষেরা কাদের কে আলেম বলবো?
আমরা তো জানি আলিয়া-কাওমি এবং হেফজ মাদ্রাসায় যারা পড়া লেখা করে তারা কুরআন-হাদিস, ফেকাহ-ইসলামী ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে বিধায় আমরা তাদেরকে আলিম বলি। তারা ইমামতি করে, মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে, মানুষকে কুরআন পড়ায় তাইতো তারা আলিম মাওলানা। তারপরেও যদি আপনারা বলেন এরা আলিম নয় তাহলে আমরা কাদেরকে আলিম বলে মনে করব, সেটিও

বলে দিন। হ্যাঁ, তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছু ভুল করতে পারে। ভুলতো মানুষ করবেই। ভুলের উর্ধ্বে মানুষ নয় তো আমরা সাধারণ মানুষেরা কি জর্জবুশকে,নেতা নিয়াহুকে, মোদিকে, ওবাইদুল কাদেরকে, মাহবুবুল হানিফকে আলেম বলব নাকি।

প্রশাসনের ভাইদের নিকট একটি আবেদন এবং নসীহা

প্রিয় প্রশাসনের ভাইয়েরা, আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। পৃথিবীতে কিছু সময় সুখে থাকার জন্য টাকা কামাই করবেন, চাকরি বাঁচাবেন, প্রমোশন করাবেন বলে আপনারা যে অন্যায় করছেন। এটা যে অন্যায় সেটা ভালোভাবেই আপনারা জানেন, কখনও অস্বীকার করতে পারবেন না। মিথ্যা অভিনয় করে জঙ্গি দমনের নামে নিরীহ অসহায় মানুষগুলোকে হত্যা করে কত ছেলে মেয়েকে এতিম, কত স্ত্রী বিধবা বানিয়েছেন কত বাবা মা কে সন্তানহারা বানিয়েছেন। ছোট ছোট শিশুরা আব্বু আব্বু বলে কেঁদে কেঁদে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। ঈদের সময় হলে মায়ের নিকট বলে, আম্মু আব্বু কেন আসেনা? আব্বু কি আমাকে ভুলে গেছে, আব্বু কখন এসে আমাকে নতুন জামা কিনে দিবে? সন্তানের প্রশ্নে মা শুধু আচলে ধুকে ধুকে কাঁদে কোন উত্তর সে দিতে পারে না। স্বামী হারা এ নারীরা রাতের আধারে নামাযে দাড়িয়ে দুহাত উর্ধ্বে তুলে আল্লাহর নিকট সারাক্ষণ আপনাদের উপর অভিশাপ করে যাচ্ছে। তারা বিচার প্রার্থনা করছে বড় বিচারকের নিকট। সন্তান হারা মা-বাবা সন্তান হারানোর বেদনায় আপনাদের ধ্বংস কামনা করে বদ দোয়া করছে। ইহকাল ও পরকালে মহান আল্লাহর নিকট বিচার প্রার্থনা করছে। বৃদ্ধের এই আহাজারি কখনও বৃথা যাবে না। এ সব বিষয় গুলিও আপনাদের অজানা নয়। সম্মানীত ভাইয়েরা মনে রাখবেন, এই গ্রেফতার শেষ গ্রেফতার নয়, এই রিমান্ড এই নির্যাতন এই বিচার আদালত শেষ নয়। শেষ আদালত কিয়ামতের আদালত। তারপর আর কোন আদালত নেই। সেদিন আপনারা পুলিশ র্যাব থাকবেন না। ক্ষমতা, গায়ের জোর কিছুই থাকবে না। সে দিন আপনারা আসামীর বেশে শিকল দিয়ে বাধা অবস্থায় থাকবেন।

সে দিন পুলিশের ভূমিকা পালন করবে ফেরেস্তারা। তারা আপনাদের কোন সুযোগ সুবিধা দিবেনা। এভাবে আদালতে হাজির করা হবে যে আদালত হবে ন্যায়ের আদালত। আপনাদের মত পাতানো অন্যায়ের আদালত নয়। সেখানে সকলে ন্যায্য বিচার পাবে। দুনিয়ায় যেভাবে আপনারা মিথ্যাকে সত্য সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে নিরীহ

ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের বন্দী করে কষ্ট দিচ্ছেন। তাগুত সরকারের অনুগত বাহিনী হয়ে সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে চলেছেন। আপনাদের অন্যায় ক্ষমতার দাপটে সাধারণ মুসলিমরা নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমান করতে পারছেনা কারণ পুলিশেরা আদালত এসে অবলিলায় মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে যাচ্ছে আর সাধারণ কিছু মানুষকেও মিথ্যা সাক্ষী দিতে বাধ্য করছেন। আপনাদের বিবেক আপনাদের দংশনও করেনা দুনিয়ার মোহে এতটা আপনারা মোহিত হয়েছেন। কত মানুষের বদ দুয়ার চোখের পানি, অভিসম্পাত আপনাদের উপর নিপাতিত হচ্ছে তার ইয়াত্তা নেই, কখন আপনারা ধ্বংস হয়ে যাবেন। দুনিয়ায় এর শাস্তি পাবেন, আখেরাতেও পাবেন। সম্মানীত প্রশাসন ভাইয়েরা, আপনারা যা যা করেছেন, যেভাবে করেছেন যেখানে করেছেন, দিনের আলোতে করেছেন, রাতের আধারে করেছেন। যার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভিডিও আল্লাহর নিকট রয়েছে। যা কিয়ামতের দিন নিজ চোখে দেখবেন আপনারা যদি সাত জমিনে নিচে সাত অন্ধকারের ভিতরে কোন ন্যায় অন্যায় যা কিছু করেছেন না কেন স্পষ্ট ভাবে ভিডিও তৈরি করে রাখছে। সেদিন ফাকি দেবার কোন সুযোগ থাকবে না। আপনাদের আরো একটি কথা মনে করিয়ে দেই তাহলে। যাদের জন্য অন্যায় এর পথে পা বাড়িয়েছেন ছেলে মেয়ে স্ত্রী এদের সুখের জন্য রাত নেই দিন নেই ঘুষ খাচ্ছেন, লুটতরাজ করছেন, মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন করেছেন। ওরা কি আপনার পাপের অংশীদার হবে, একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন তো। তারা বলবে না আমরা পাপের ভাগ নিবো না। তারা যদি পাপের ভাগ না নেয় তাহলে কার জন্য এত কিছু করছেন একবার ভেবে দেখুন। আপনাদের আরও এমন কিছু আচরণ লক্ষ্য করা যায় যা কলিজা কেটে চৌচির করে দেয়। যাদের অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করে রেখেছেন, কোর্টে নেয়ার সময় ছাগলের মত করে এক রশিতে বেধে টেনে নিয়ে যান, মনে রাখবেন যাদের সাথে এ আচরণ করেছেন আপনারা জানেন না তারা কারা। এরা প্রত্যেকেই ইসলামী ব্যাক্তিত্ব তারা আল্লাহর পথের সৈনিক। তারা আল্লাহর আইন কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে সকল প্রকার দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, অন্যায়-অবিচার বন্ধ করতে চায়। যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করতে চায়। আল্লাহর আইন দিয়ে দেশ শাসন করতে চায়। জেনা-ব্যাভিচার, সুদ-ঘুষ বন্ধ করতে চায়।

এদের বিপক্ষে আপনারা অবস্থান নিয়েছেন, অর্থাৎ শয়তানের পক্ষে। কোর্টে নেয়ার পথে কঠোর নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে যান। মশা-মাছিও নিকটে ঘেষতে দেন না, তাদের

বাড়ির লোকজন আসে, ছেলে-মেয়ে বাবা-মা স্ত্রী আসে, তাদে সাথে একটু কথা বলা তো দূরের কথা পাশে ভিড়তেই দেন না। দুর দুর করে তাড়িয়ে দেন অকথ্য ভাষা ব্যবহার করেন। আপনাদেরকে যখন বলা হয় ভাই আমার ছোট ছেলেটা এসেছে অনেক দিন পর একটু সুযোগ দেন, বাচ্চাটার সাথে একটু কথা বলি কত দিন বাচ্চাটাকে আদর করিনি। তখন আপনারা বলেন না না, হবে না, আমাদের চাকরি থাকবে না। কি অমানবিক! বন্দীদের কিছুই করার থাকে না শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা ছাড়া আর চোখের পানি বিসর্জন দেয়া ছাড়া। চাকরি বাচানোর দোহাই দিয়ে এত বড় অন্যায় গুলো অবলীলায় করে চলেছেন। সরকার যদি আপনাকে বলে যে আপনার এই চাকরি বাচাঁতে হলে আপনার মেয়ের সাথে বোনের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে হবে বা ধর্ষন করতে হবে, আপনার ছেলেকে হত্যা করতে হবে, তাহলে কি করবেন, এই কাজ গুলি করতে পারবেন? পারবেন চাকরি বাঁচাতে? আমার মনে হয় ভিক্ষা করে খাবেন তবু চাকরি করবেন না এবং এই অন্যায়ের সাথে জড়াবেন না। যদি নিজের ক্ষেত্রে এমনটা না পারেন। অন্যের ব্যাপারে কেন পারেন। সম্মানীত ভায়েরা আল্লাহকে ভয় করুন একটি কথা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের কারাগারে একটি মানুষ সারাজীবন অতিবাহিত করতে পারবে কোন সমস্যা হবে না, সে যদি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে কারণ এই কারাগারগুলিতে তেমন কোন কষ্ট নেই। এখানে খাওয়া-পড়া, থাকা সব ভালোভাবে করা যায়, পাওয়া যায়। নিজের টাকা থাকলে তো আরও ভালোভাবে জীবন যাপন করা যায়। এই সব জেলখানা শুধু নামে বন্দি তাই বাড়ির লোকজনের সাথে সাক্ষাত হয়, মত বিনিময় হয়। মুক্তির জন্য চেষ্টা করা যায়; মুক্তিও পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহর জেলখানা! যে জেলখানায় আপনাদের বন্দী রাখা হবে, সে কারাগার দুনিয়ার কারাগারের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেখানে শুধু কষ্ট আর কষ্ট, কষ্ট ছাড়া সেখানে কিছুই নেই! মুক্তি নেই, সাহায্যকারীও নেই। সম্মানীত ভাইয়েরা ফিরে আসুন সময় আছে, তওবা করুন আল্লাহ ক্ষমাশীল তিনি ক্ষমা করবেন আশা করি।

আপনাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে এমন না। কর্মরত অবস্থায়ও ভাল কাজ করা যায়। সেখানে আর যারা রয়েছে তাদেরকে ভাল ভাবে জীবন যাপনের উপদেশ দিবেন সুদ ঘুষ খাবেন না, মদ খাবেন না, জুয়া খেলবেন না, মানুষের প্রতি জুলুম করবেন না। চাকরি যদিও তাগুতের আন্ডারে, তবুও যদি সেখানে ইসলামের কাজ করে তাদের ভাল করতে পারেন, তবে তো উত্তম। ভাইয়েরা, এ জগত আসলে

অপরাধ জগত। এ জগতে শান্তি-প্রশান্তি কিছুই নেই, আছে শুধু হাহাকার। এই পথ ধু ধু মরুভূমির মত এবং চোরা বালির মত। ইসলামের পথে আসুন দেখবেন কি শান্তি আনন্দ ভরা জীবন। ইহকালেও শান্তি, পরকালেও মুক্তি এবং সুখের জান্নাত। সম্মানীত পুলিশ ভাইয়েরা, আপনারা নিজেকে একজন সৎ পুলিশ অফিসার হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন না, অবশ্যই তো পারেন, দেখেন না। নিজেকে একজন সৎ নামাজি আল্লাহ্ ভীরু করে গড়ে তুললে দেখবেন। নিজেদের মধ্যে আপনার সম্মান বেড়ে গেছে, দেশের মানুষের নিকট আপনি হয়ে উঠবেন একজন শ্রদ্ধাভাজন অফিসার হিসেবে। আপনি দুর্নীতি দমন করবেন মানুষ শান্তি পাবে। হতেও তো পারে আপনার চেষ্টায় পুরো অপরাধ জগতটা জান্নাতী জগতে পরিনত হবে।

অত্যাচারের কারণঃ

তাগুত সরকার বা অন্যান্য রাজনৈতিক পুজিবাদী দলগুলি জানে যদি কখনও ইসলামী শাসনব্যবস্থা চালু হয় তাহলে তাদের ক্ষমতা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। তারা আরও জানে যে, যদি বাংলার সাধারণ মুসলিম এবং আলিমরা ইসলামী দলগুলি একত্রিত হয়ে যায় তাহলে তারা কোনদিন ক্ষমতায় আসতে পারবে না। শুধু তাই নয়! ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যত অপকর্ম করেছে। তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব তাদের দিতে হবে। এজন্য তারা ইসলামী দল, ইমাম এবং আলেম-ওলামাদের মধ্যে বিভিন্ন কৌশলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে রেখেছে যেন তারা কখনও একত্রিত হতে না পারে। মিডিয়ার মাধ্যমে আলেমদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, অনুগত বাহিনী দিয়ে ভীতি সৃষ্টি করে রাখছে। অন্যায়ভাবে মামলা দিয়ে হয়রানী করছে। গোয়েন্দারা কুটনীতি করে একদল অন্যদলের প্রতি বিষাক্ত মনোভাব তৈরি করে রাখছে। সমগ্র বিষয়গুলি ইসলামী দলের আমীর সাহেবরা জানেন, কিন্তু জেনেও না জানার ভান করে আছে, বুঝেও না বুঝার ভান। আসলে ভান করে লাভ হয়না। মুসলিম জাতিকে তারা বিভিন্ন লোভে প্রলোভন দিয়ে দমিয়ে রাখছে। নইলে শাসক গোষ্ঠীর মত অপকর্মের হিসাব নিয়ে দাড়াবে। ওনারা জানে যে, হুজুরেরা ক্ষমতায় গেলে আমাদেরকে জেনার দায়ে হত্যা করবে এবং আমরা আর কখনও নারী নিয়ে যৌনাচার করতে পারবো না। চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে, আর কখনও চুরি করতে পারব না। এরকম হাজারও রাষ্ট্রীয় অপরাধের দায়ে আমাদের বিচার করা হবে। এজন্য তারা কখনও চায়না ইসলামী দল ক্ষমতায় আসুক। এসব কারণে তারা ইসলামও মুসলিমদের উপর নির্যাতন জুলুম করে সব সময় কোনঠাসা করে রাখছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

নির্যাতিত যারাঃ

এরা হচ্ছে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম সম্প্রদায় যারা কুরআন হাদিসের জ্ঞান রাখে। ইসলামী বিধি-বিধান তৈরি করার তো যোগ্যতা এদের রয়েছে। কুরআনের বিধান দিয়ে কিভাবে সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার পরিচালনা করতে হয়। সকল জ্ঞান আলেমদের রয়েছে। মাসয়ালা তৈরি করা শরিয়তের জটিল কঠিন বিষয়গুলোর সূক্ষ্মভাবে সমাধান দেয়ার যোগ্যতা তাদের আছে। তথাপিও এদের কোন মূল্যায়ন হয় না, এর কারণ বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু লিখেছি। তবে আলেমদের কিছু নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে বলা যায় যেমন দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রসূলের পথ-পদ্ধতি অনুসরণ না করা, বিদয়াত করা, অনেকে আবার শিরকেও জড়িত। আলেম সমাজেরও অনেক গ্রপ রয়েছে যারা ধর্ম ব্যবসা করছে ইত্যাদি। এরকম অনেক অনৈতিক কর্মকান্ডের বর্ননা দেয়া যেতে পারে, সচেতন মহল সংক্ষেপে বুঝে নিবেন আশা করি। এসব কারণেই হয়তো আল্লাহর সাহায্য আসে না, যার কারণে মুসলিমরা নির্যাতিত।

একটি আহবান

বাংলাদেশে যত ইসলামী দল রয়েছে। সকাল দলের মহামান্য আমীর মহাদয়ের প্রতি আমার আহবান। ইসলামের মহান স্বার্থে ঐক্যের ডাকে আসুন আপনারা সকলে একই প্লাটফর্মে এসে দ্বীনের স্বার্থে কাজ করুন, বিচ্ছিন্ন হয়ে না থেকে। আল্লাহর জন্যই আমি আপনাদেরকে ঐক্যের ডাক দিচ্ছি। আপনারা যদি একত্র হয়ে কাজ করেন তবে মনে হয়, খুব কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে আশা করা যায়।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواہ

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আল-ইমরান, আয়াতঃ ১০৩)

এই আয়াতের বাস্তব আমল আসলে কতটুকু রয়েছে। দলের মধ্যে এবং আলেমদের মধ্যে এর আমল পুরোপুরি না থাকলেও আলোচনা পুরোদমে রয়েছে। তবে আমীরদের মধ্যে নেই, কর্মীদের মধ্যে। প্রত্যেক দায়িত্বশীল তার অধীনস্থ কর্মীদের কে বলে তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আমীরের অনুগত্য কর। আলোচনার সিংহভাগ

সময়ই এই আয়াতের দারস দেয়া হয়। এবং গুরুত্বের সহিত যেন কর্মীরা একত্রিত থেকে আমীরের আনুগত্য করে। বিছিন্ন না হওয়ার জন্য কর্মীদের তালিম দেয়া হয় কিন্তু আমীর সাহেবরা একতাবদ্ধ হতে চায় না। এই আয়াতের বিরোধী আমল দেখা যায়। আল্লাহর নির্দেশ তোমরা একত্রিত থাক আর আলেমরা থাকছে বিচ্ছিন্ন। তাহলে এই আয়াতের আমল তারা করছেনা। আল্লাহর বিধান অমান্য করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব?

কখনও সম্ভব নয়। দেশে শত শত ইসলামী দল রয়েছে। যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন চায়। অথচ তাদের মধ্যে ঐক্য নেই এবং ভ্রাতৃত্ব নেই। একেক জন একেকটি সংগঠন তৈরি করে। নিজস্ব চিন্তা চেতনা দিয়ে দল বা সংগঠন পরিচালনা করছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করা, দ্বীন কায়েম করা নয়। সকল আমীর সাহেবরা দল পরিচালনা করছেন বেদায়াতী পন্থায়। রসূল ﷺ এর সুন্নাহ অনুসরণ করে নয়। দ্বীন কায়েমের ভুল পদ্ধতি মানা হচ্ছে। আমীর সাহেবরা, আপনারা কেন বিছিন্ন হয়ে আছেন? আপনারা কেন একত্রিত হচ্ছেন না? দলে দলে বিভক্তি কেন। আসুন সব ভেদাভেদ ভুলে এক আমীরের নেতৃত্বে কাজ করেন। আপনাদের উদ্দেশ্য যদি হয় আপনারা প্রত্যেকে দ্বীন কায়েম করবেন তাহলে তো একত্রিত হতে সমস্যা নেই। আর যদি দুনিয়া অর্জন উদ্দেশ্য হয়। তাহলে একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। যার বাস্তব পরিস্থিতি বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সকলে বিচ্ছিন্ন অবস্থা তৈরি করে নিজেদের শক্তিকে খর্ব করেছে। একত্রিত হতে আপনাদের সমস্যা কোথায়? কে বলেছে আপনাকে দল তৈরি করে ইসলামের ভিতরে বিভক্তি সৃষ্টি করতে।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করিবে। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করিলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারন করবে নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছে। (সূরা আনফাল, আয়াতঃ ৪৬)

ইসলামী দল তৈরির উদ্দেশ্যে দল কেন তৈরি করা হয়। দলের আকিদা আমল কি? আপনি দলের আমীর আপনাকেই বলছি। আপনি হয়ত বলবেন বিচ্ছিন্ন মুসলিম জাতীকে একত্রিত করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান খেলাফা প্রতিষ্ঠা করব। কারণ মুসলিমদেরকে জামাআ এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কোন

সুযোগ নেই। আমি এখন এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করব। এবং এর বাস্তবতা খুজব। প্রথমে মনে করেন আপনার দলের কর্মী সংখ্যা ২০,০০০ (বিশ হাজার) আর বিশ হাজার লোকের আপনি আমীর বা নেতা। আমীর হওয়া কত জটিল একটা বিষয়। কারণ আমীর হচ্ছে ঢাল স্বরূপ। সকল নিরাপত্তা আমীরকে দিতে হবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আবু যার, তুমি ২ জন ব্যক্তির আমীর হইয়ো না।
আপনি তো অনেক লোকের আমীর। আপনার কি একটুও ভয় লাগে না দায়িত্বের বিষয়ে। আপনারা তো জ্ঞানী মানুষ। প্রতিটা কর্মী সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আপনার আনুগত্য তারা একনিষ্ট ভাবে করেছে, আপনি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা তারা পালন করেছে। আপনার একটি নির্দেশে তারা তাদের মূল্যবান বস্তু, নিজের জীবন দিয়ে দিয়েছে। কারণ আপনি তো তাদেরকে বলেছেন আমীরের আনুগত্য করা মানে রসূলের আনুগত্য করা। আপনি যদি তাদেরকে ভালো পথে বা হক্ক এর উপর পরিচালিত না করে থাকেন এর দায়ে আপনাকে কিয়ামতের দিন শিকলে বেধে বিচারের মাঠে আপনাদের মত সকল আমীর সাহেবদের কে হাজির করবেন। দেশে যত প্রাণহানি হবে, সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হবে, সবকিছুরই হিসাব দিতে হবে। এত বিপদ মাথায় নিয়ে কেন দল তৈরি করলেন? অন্যের জন্য জাহান্নামে পুড়বেন, জবাবদিহি করবেন কেন? এসবের কি কোন প্রয়োজন ছিল। না, ছিল না। অতএব, আপনি আপনার কর্মীসহ সমস্ত দায় দায়িত্ব অন্যকে বুঝিয়ে দিয়ে আপনি তার আনুগত্য করুন। আপনার জন্য সে জবাবদিহি করুক। বিপদে পড়লে সে পড়ুক, আপনি নিজে বেঁচে যান। জ্ঞানীগুনি, শিক্ষিত বা চালাক হলে একজোটই করবেন আশা করি, আর বোকা হলে ক্ষমতা আকড়ে থাকবেন। আপনি কি জানেন দল আপনার, তবুও অনেকে আপনাকে আমীর হিসেবে অপছন্দ করে। অনেকে আবার বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ করে। এভাবে দলের মধ্যে একটা জটিল সমস্যা তৈরি হয়। এক সময় দল থেকে কিছু লোক বেরিয়ে নিজে দল তৈরি করে। এমনকি প্রায় প্রতিটা দলের মধ্যে এমন গ্রুপ-ভাগ দেখা যাচ্ছে। এভাবে বিভক্তি হতে থাকলে আপনার দল কখন, কিভাবে, কাকে নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে? এভাবে কোন দিনও সম্ভব হবে না। অতএব, বিচ্ছিন্ন না থেকে একত্রিত হয়ে কাজ করুন। বিচ্ছিন্ন থেকে কখনও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।
আপনি দল তৈরি করলেন, এক সময় আপনি বিতর্কিত ব্যাক্তিতে পরিনত হলেন। দলের লোকেরা আপনাকে চায়না শরিয়ত সম্মত কারণেই তবুও আপনি ক্ষমতা

ছাড়ছেন না আর ছাড়বেনই বা কেন যেহেতু আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন দল। দলের মধ্যে এমন কিছু আলেম রয়েছে নেতা হওয়ার জন্য দ্বন্দ্ব বাধিয়ে ভাগ হয়ে যেতে চায় ক্ষমতা কেউ ছাড়তে চায়না। আপনাদের মধ্যে ক্ষমতার এত লোভ কেন? কুরআন হাদিস সম্পর্কে আপনারা অনেক জ্ঞানী তবুও বুঝেন না। প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার নিজ নিজ দায়িত্ব সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আপনারা বুঝি আখেরাতের ভয় করেন না। আসলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা আপনাদের কোন দলের উদ্দেশ্য নয়। বরং দল করলে আপনাকে মানুষ নেতা বলবে, দুনিয়ার কামনা বাসনা পূরণ করবেন এটাই উদ্দেশ্য এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। কোন দলের আমীর সাহেব এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। হাতে গোনা হয়তো দু-একটি দল থাকতে পারে যারা নিরলস ভাবে ঐক্যের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোন আলামত প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা কিছুই আপনাদের নেই এবং দেখছিও না। দেশে যদি কেউ আল্লাহকে, রসূলকে, ধর্মকে কটুক্তি করছে তাহলে ইসলামী দলের মধ্যে কোন কোন দল প্রতিবাদ মিছিল করে, মিটিং করে সরকারের নিকট দাবি জানায় তার বিচার করার জন্য। তাও আবার সব দল নয়। এই পন্থাটিও বিদয়াত। আপনি যার নিকট বিচার প্রার্থনা করেছেন সে কে? আপনি তো দল বল নিয়ে তাগুতের কাছে বিচার চাইলেন! এর বৈধতা কোথায়। এবার দেখি মিছিলে নামলেন কর্মীদের নিয়ে পুলিশ বাধা দিল। যেখানে দ্বন্দ্ব বাঁধল পুলিশ গুলি চালালো, কত কর্মী মারা গেল কত জন আহত হল পঙ্গু হল কত জন। বিদআতী বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করতে গিয়ে যারা মারা গেল, আহত বা পঙ্গু হলো এর সমস্ত দায় ভার যে আপনি আমীর আপনাকে নিতে হবে। কারণ আপনি কেন এ পথ বেছে নিলেন। মিটিং মিছিলের নির্দেশ কেন দিলেন।

কেউ আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না। আমরা মুশরিক সরকারের পক্ষে নই। তারা আমাদের দেশে আসুক তাও আমরা চাই না। কিন্তু আমাদের যেহেতু শক্তি নেই সেহেতু আমরা কিছুই করতে পারছিনা। যদি শক্তি থাকত তাহলে শরিয়ত সম্মত বিধান টি প্রয়োগ করা হতো।

এক সরকার আরেক সরকারের আমন্ত্রণে আসতেই পারে। কেন আপনারা প্রতিবাদ করতে গেলেন যেখানে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবেন না। অযথা কিছু প্রাণ ঝরে গেল। আপনাদের মিটিং মিছিল কি শরিয়ত সম্মত ছিল? আপনাদের নির্দেশ মেনে যারা রাজপথে জীবন দিল তাদের হিসাব আপনাদেরকেই দিতে হবে। তাদের

পরিবারের যাবতীয় দায় দায়িত্ব নিতে হবে। অবহেলা করলে কিয়ামতে হিসাব দিতে হবে। আপনারা কি এদের দায়িত্ব কাধে নিয়েছেন? এখানে কয়েকজন কর্মী মারা গেল কিন্তু কোন নেতা মারা গেল না কারণ কি? কর্মীদের শহীদ হয়ে বিনা বিচারে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে রাজপথে নামিয়ে দিলেন। আর তারা জান্নাতের লোভে জীবন দিল। কিন্তু আপনাদের কি জান্নাতের প্রয়োজন নেই? আপনারা আমীরেরা কেন মিছিলের সামনে থেকে শহীদ হওয়ার চেষ্টা করেন না। আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি বা শুনিনি যে কোন আন্দোলনে নেতারা মারা গেছে। নেতারা ময়দানে থাকলে তো মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নেতারা নির্দেশ দিয়ে নিরাপদে চলে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মুসলিমরা, যাদের সরলতাকে নেতারা ব্যবহার করেন। একটি কথা- হেফাজতের আমীর আহমদ শফী স্বাভাবিক ভাবে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু দলীয় দ্বন্দ্বের কারণে বিচ্ছিন্ন হওয়া একটি গ্রুপ মামলা করেছেন- “আহমদ শফীকে হত্যা করা হয়েছে”। মামলাটাও হয়েছে তার মৃত্যুর কিছু দিন পরে। অভিযোগে বলা হয়েছে সঠিক সময়ে তাকে চিকিৎসার জন্য মেডিকেলে নেয়া হয়নি বা নিতে দেয়া হয়নি। মুসলিমদের কতটা নৈতিক অবক্ষয় হলে বা ঈমানী দুর্বলতা তৈরি হলে এমন হয়। অথচ এরা বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ আলিম। তাদের কর্মকাণ্ডে দেশের মানুষ ছি ছি করছে। তারা পড়েছে সমালোচনার মুখে। আমরা লজ্জিত।
যা হোক! ইসলামের বিধান অনুসারে পৃথিবীতে এক আমীরের অধীনে কাজ করতে হবে, দ্বিতীয় কোন দল তৈরি করা যাবে না। বিশ্বে আপনাদের আমীরুল মুসলিমীন কে? যদি বলেন কোন আমীর নেই। তাহলে আমি বলব কেন আপনার আমীর নেই।

নাকি আপনি আমীর খুজে পাননি? নাকি জেনে তা গ্রহন করেন নি, নাকি খুজেন নি? এখানে একটি বিষয় এরকম যে হাদিসে রয়েছে- কেউ যদি রাস্তায় পড়ে থাকা মাল কুড়িয়ে পায় তাহলে তার উপর দায়িত্ব হয়ে যায় প্রকৃত মালিক খুজে বের করা, এমন কি এক বছর যাবত খোজ করতে হবে তার মালিকে এটা হচ্ছে তার দায়িত্ব। সে যদি না রাস্তায় পড়ে থাকা মাল নিত তাহলে তার কোন দায়িত্ব থাকত না। আপনারা যখন দল তৈরি করেছেন বা মুসলিমদের একত্রিত করে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেহেতু আপনাদের দায়িত্ব প্রকৃত দায়িত্বশীল খুজে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া। এটাই হচ্ছে এখন আপনাদের মূল দায়িত্ব এবং কর্তব্য। আর যদি দল তৈরি না করতেন তাহলে

আপনার কোন দায়িত্ব থাকত না। দল যেহেতু তৈরি করেছেন সেহেতু প্রকৃত আমীরকে খুজতে থাকুন যতক্ষণ না খুজে পান। এই চেষ্টার উপরে যদি থাকেন আশা করা যায় নাজাত পাবেন। এবং আমীরও খুজে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আর অবহেলা করলে আল্লাহ তো অন্তর জামি। তবে আমীর সাবরা আপনারা আগুন মাথায় নিয়ে ঘুরছেন, যে বিষয়টি আপনারা উপলব্ধি করেন না, আপনাদের বুঝতে হবে, যে আগুন মানুষের কাজে লাগে উপকার হয়, সে আগুন আবার মানুষকে জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। আগুন ভয়ানক জিনিস। আগুনের বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে ফেলুন। সাধারণ মুসলমানরা আপনাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। অতএব, সাধারণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে ভাল কাজে আপনারা ভূমিকা রাখুন। আমি মনে করি প্রথমে বাংলাদেশে কাজ করেন। বাংলাদেশের সকল ইসলামী দলের আমীরদেরকে একত্রিত করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একজনকে আমীর নিযুক্ত করুন এবং উনার নির্দেশে একই প্লাটফর্মে সমবেত হয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন, দেখবেন অল্প সময়ের মধ্যে দল শক্তিশালী হবে। দক্ষতা, ক্ষমতা, অর্থনীতি সব কিছুই চাঙ্গা হয়ে যাবে।

এবার আন্তজাতিক পর্যায়ে চলে যাই। বিশ্বে আমীরুল মুসলিমীন কে আছে উনাকে খুজে বের করে তার নিকট বায়াত দিয়ে উনার নির্দেশে বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী আমীরের দায়িত্ব পালন করুন। বিশ্বের সব মুসলমান এক হয়ে আপনারা আরো বেশি শক্তিশালী হবেন। আপনি ১ লক্ষ লোকের আমীর আর তখন হবেন ২০ কোটি লোকের আমীর। কিন্তু এটা আপনারা বুঝতে পারছেন না। রসূল ﷺ তার জাতিকে বললেন, হে আমীর জাতি, তোমরা যদি আমার একটি কথা মেনে নাও তাহলে তোমরা আরবের নেতা হয়ে যাবে আর অনারব বিশ্ব তোমাদের আনুগত্য মেনে নিবে। কিন্তু ততকালিন মূর্খরা বুঝলো তার উল্টো। তাদেরকে দেয়া হল নেতৃত্ব আর তারা নেতৃত্ব হারাবার ভয়ে ইসলাম গ্রহন করলো না। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করত তাহলে তারাই নেতা হয়ে থাকত। বিশ্বের মুসলমানদের নিকট চির স্বরণীয় হয়ে থাকত যেমন হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী (রাঃ) সহ সকল ছাহাবী। বিশ্বের দরবারে তারা একেক জন উজ্জল নক্ষত্র। মানুষেরা তাদেরকে অনুসরণ অনুকরণ করে। কিন্তু এই কাফের দল অহংকার করে ইসলাম কবুল না করায় পৃথিবীতে তারা লাঞ্ছিত অপমানিত অপদস্ত হয়েছে, অপমানকর মৃত্যুবরণ করেছে। মুসলিমরা তাদেরকে অভিসম্পাত করে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত। শুধু তাই নয় বিশ্বে

ইহুদী খৃষ্টানরাও তাদের অনুসরণ করে না। কি লাঞ্ছনা! অতএব আপনারা আলেম সমাজ এই ভুলটি করবেন না ইসলাম নিয়ে ছিনিমিনি করবেন না। ইসলাম কারও বাপ-দাদার রেখে যাওয়া সম্পদ নয়। আপনারা যে কয়জন সন্তান রয়েছেন, বাপ মারা যাওয়ার পর জমিন ভাগ করে নিবেন যে যতটুকু অংশ পাবেন। তার পর নিজের জমি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করবেন কেউ কিছু বলবে না।

কিন্তু উলামা এমন নয়, বিষয়টি বুঝতে হবে। আমি আশা করি ঐক্য করলে শক্তি সাহস বাড়বে, ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পাবে। আপনারাই হবেন বিচারক, শাসক, প্রধান সেনাপতি, ডিসি, এসপি, সব সেক্টরেই আপনারা বড় বড় দায়িত্বশীল হবেন। শুধু বুঝের কারণে বা স্বার্থের কারণে বিছিন্ন হয়ে থাকা। এখন আমরা বাংলাদেশে কিভাবে ঐক্য করব? ঐক্যবদ্ধ হওয়া কি সম্ভব? এখানে একটি কথা চলে আসে, তা হলো, "ঐক্য করব কিন্তু নেতৃত্বে থাকব আমি"। ঠিক আছে নেতৃত্ব আপনাকেই দেয়া হবে। নেন, আপনি নেতৃত্ব নেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো আপনিই নেতৃত্ব নিবেন কেন, নেতৃত্বের লোভ কেন আপনার। ইসলামের নিয়ম হচ্ছে, যে দায়িত্ব চায় তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়না। যে দায়িত্ব চায় না তাকে দেয়া হয়। শিক্ষিত মানুষ বুঝে নিবেন। কেউ কেউ আবার প্রশ্ন তুলে কার সাথে ঐক্য করব। ঐ দলের আকিদা ঠিক নয়।

কোন দল আবার কাফের ঐ দলতো গনতন্ত্র কা পীর, কেউ বিদআতি কারো ভিতরে শিরক কুফর ভরা। আপনি যদি ঐক্য করতে চান, তাহলে এসবের দিকে দেখার আপনার দরকার নেই আপনি দেখেন তাদের ঈমান ঠিক আছে কিনা। তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় কিনা। এটি থাকতে পারে এসবের সংশোধনের দায়িত্ব আপনাদের। সংশোধন করে নিয়েন ইসলামের স্বার্থে অনেক ছাড় দিতে হবে এবং ইসলামকে মধ্যম পন্থায় মানতে হবে, বেশি কঠিন করে নেয়া যাবে না। আচ্ছা ভাইয়েরা, গণতন্ত্রের রাজনীতিতে দুনিয়ার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যদি তারা সকল দল মত নির্বিশেষে জোট করে ক্ষমতায় আসতে পারে আপনারা ইসলামের স্বার্থে এবং আখেরাতের কল্যাণে কেন জোট করতে পারবেন না। অবশ্যই পারবেন শুধু থাকা চাই সুন্দর এবং পবিত্র মন এবং সদিচ্ছা।

আপনারা যদি নিজ অনুসারী নিয়ে অন্যকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন তাহলে সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু কে এই কাজগুলো করবে, কিভাবে করবে তাইতো। আপনাকেই করতে হবে। আপনিই পারবেন যদি আল্লাহকে ভয় করেন। আর যদি আল্লাহকে ভয় না করেন তাহলে সম্ভব নয়। আপনাদের সদিচ্ছা থাকা অথবা না থাকা আমি একটি

রূপরেখা দিচ্ছি। এভাবে কাজ করলে সফল হতেও পারেন। সফল না হলে বিফলতার কোন কাজ নেই মুমিনদের, জীবনে পরাজয় বলে কিছু নেই। রূপরেখাটি এইরূপ। বাংলাদেশ যত ইসলামী দল রয়েছে সব দলের নাম আমীরের নাম সহ একটা তালিকা তৈরি করুন।
মনে করুন দেশে ১০০টি ইসলামী দল আছে। এবার যা করবেন তা হল। আপনি ২০/৩০ জন আমীর কে দাওয়াত দেন একটি সম্মলনে। উনারা যখন একত্রিত হবে। আপনি হামদ-নাত দিয়ে শুরু করে আপনার উদ্দেশ্যের কথা সকলের সামনে ব্যক্ত করুন, আপনাকেই একা এই কাজটি করতে হবে। এভাবে সকল আমীরগুলোর সাথে ধারাবাহিক ভাবে সম্মেলন করতে থাকুন। আশা করা যায় সন্তোষজনক ফল পাবেন। আপনি প্রথম যে সম্মেলন করবেন, সম্মেলনে আমার আমীর সাহেব সর্বপ্রথম আপনার নিকট উনার কর্মী সহ সকল দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আপনার আনুগত্য মেনে নিবে ইনশাআল্লাহ।

সংক্ষেপে আমি আমার পরিচয় দিই। আমি একজন অতি নগণ্য এবং খুব সাধারণ ব্যক্তি আমার শিক্ষা দিক্ষা যোগ্যতা অভিজ্ঞতা বলতে কিছুই নেই। আমি একটি ইসলামী দলের সাধারণ, অতি সাধারণ কর্মী। আমার একজন আমীর আছে, উনার অধিনে আমি কাজ করছি। আমার দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য গাজয়াতুল হিন্দ। এই লক্ষ্যে এই দল কাজ করে যাচ্ছে। গাজওয়াতুল হিন্দে যোগ দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং বিনা হিসাবে জান্নাত পেতে চাই। আমার আমীর সাহেব সকলকে একত্রিত করার প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। উনার অনুমতিতেই বইটি লেখা।

এবার আমীর সাহেবের নিকট থেকে সব দায়িত্ব বুঝে নেন। বরং আমাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিন। এভাবে আপনিও বলেন। এভাবে সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব অন্যের কাধে চাপিয়ে নিজে বেঁচে যাওয়ার চেষ্ট করুন দেখবেন কেউ দায়িত্ব নিতে চাইবে না সকলে দিতে চাইবে। তারপর আলোচনা সাপেক্ষে আমীর নির্বাচন শুরা গঠন। তার পর নতুন উদ্দমে কাজ শুরু হবে।
ফলাফল = এই খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং সাথে সাথে বাতিল সরকারের ভিত নড়ে যাবে। অত্যাচারের রাজ প্রাসাদ কেপে উঠবে। তারা বুঝে নিবে যে আমাদের জুলুম এবং নৈরাজ্যের সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। অল্প সময়ের মধ্যে দেশে তন্ত্র-মন্ত্রের শাসনের অবসান হয়ে কুরআনের শাসন কায়েম হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে এটুকু বলতে চাই আপনারা যারা দল তৈরি করেছেন ভাল কথা কিন্তু যদি দলটি ভুল পথে পরিচালিত করেন তাহলে তার শাস্তি খুব কঠিন আর যদি সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন তাহলে তার পুরস্কার অনেক। তাই আসুন সকলে নিজ নিজ অনুসারী নিয়ে সঠিক পথে চলার চেষ্টা করি। আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ দান করুন। আমিন, ছুম্মা আমিন।

বি: দ্র: বিচার বিভাগ অন্ধ, পুলিশ মানুষের বন্ধু নয়, দুশমন। বিচার বিভাগ সাধারণ মানুষের কথা বিশ্বাস করে না। পুলিশের কথা বিশ্বাস করে। বিচারক শাসক গোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত এবং পরিচালিত। পুলিশ নিরপেক্ষ নয়, সরকার রক্ষা বাহিনী। বাংলার মানুষ পুলিশ, র‍্যাব কতৃক হয়রানীর স্বীকার ছাড়া আর কিছুই হয় না। এদের থেকে সকলে সাবধান থাকবেন।

-সমাপ্ত-

পাঠকের মন্তব্যঃ

...

আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত আরো বইসমুহঃ

- ইমাম মাহমুদের ঐক্যের ডাক।
- গাজওয়াতুল হিন্দ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা।
- আখীরুজ্জামান গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।
- ইলহামী ভবিষ্যৎবানী (কাসিদা ও আগামী কথন)।
- গাজওয়াতুল হিন্দ -কড়া নাড়ছে আপনার দুয়ারে।
- কি হয়েছিল সেইদিন? -আবু উমার।
- আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে।

পিডিএফ আকারে বইগুলো ডাউনলোডঃ

https://dl.gazwatulhind.com | https://cutt.ly/akhirujjaman